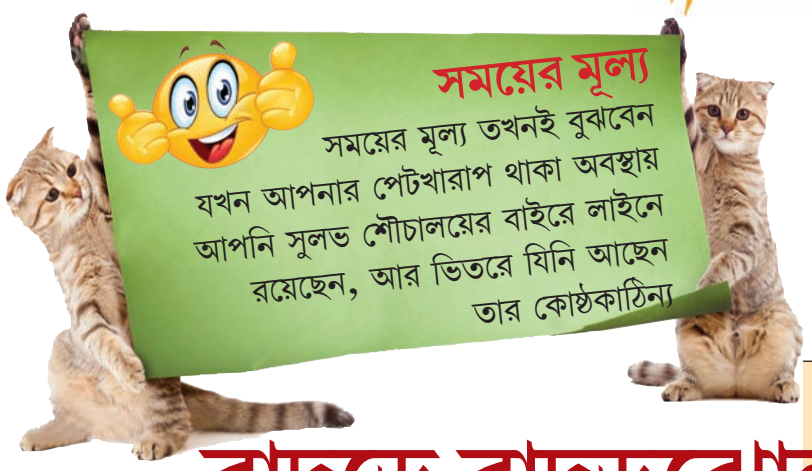

বাদুড়ে বাদুড়ঝোলা লিচু

চিনা বিজ্ঞানী লাই চি-র সৃষ্টি লিচু। বিজ্ঞানীর নামেই লিচুর নাম। দুনিয়ায় ফল চাষের প্রথম বইটিও ছাপা হয়েছিল লিচু নিয়ে। রসাল, বেজায় উপকারী এমন লিচুর বংশগৌরবে কালি ছিটিয়েছে মুখপোড়া বাদুড় আর নিপা ভাইরাস। লিচু হাতে নিলেই এখন প্রাণ হাঁকুপাঁকু। এমন পরিস্থিতিতে কেমন আছেন লিচু বাবাজীবন? আপনাদের নেওয়া সাক্ষাৎকার। **১ম পর্ব**

লুচ্চা নিপাকে নিয়ে আতঙ্কে লিচু

দেবস্মিতা মুখোপাধ্যায়

হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং। আমি উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছি। কেমন আছেন আপনি?

–কী আর থাকব বল? এই কোনোমতে বেঁচে আছি। এমনিতে যা গরম, আজ আছি কাল নেই। বাজার দরও কম, চাহিদা নেই। কেউ আমাকে ভালোবাসছে না।

কেন স্যার, বাদুড় আর আপনার রিলেশন তো অনেক দিনের!

–দেখুন, ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে ইনটারেস্টেড নই। তাও বলছি, আমি বাদুড়কে ভালোবাসি, বাদুড়ও আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু নিপার জন্য ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি আর ওদের মধ্যে আসতে চাই না। এই বেশ ভালো আছি।

এই ইয়ারে আপনার নতুন কোনো প্ল্যান আছে কি?

–না সেরকম কোনো প্ল্যান নেই। লিচি ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম বাচ্চাদের ভীষণ প্রিয়। নিপার সঙ্গে বাদুড়ের ডিভোর্স হয়ে গেলেই নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে ভাবা যাবে। মানুষের মনে নতুন করে জায়গা করে নিতে চাই। ওকে থ্যাঙ্কস।

ওকে স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। নিপাবিহীন রসময় জীবন কামনা করি।

বাদুড়ের প্রসাদেতে লোভ নাহি করো আর

ক্ষিতীশ চন্দ্র বণিক

সাবধান! সাবধান! নিপা ভাইরাস
ভারতে।
বাদুড়ে বাহন করে চরে বেড়ায় দেশেতে।
ফলেছে বাগানে লিচু সারিসারি
গাছেতে।
রসিক রসাল ফল জল আনে জিভেতে।
বাদুড়ের অতিপ্রিয় পাকালাল লিচুফল,
মুখে করে নিয়ে খেতে পড়ে যায়
ভূমিতল।
বাদুড় প্রসাদ লিচু ভক্তগণ করে আহার,
অনায়াসে হতে পারে ভাইরাস নিপা
শিকার।
লিচুর কপালে হাত সামনে জামাই ষষ্ঠী।
আদর তো দূরে থাক শাশুড়ি মারবেন
যষ্ঠি।
লিচুর রসের কথা কেউ কানে নাহি
নেবে,
দূরদূর করে সবে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া দেবে।
বাদুড়ের প্রসাদেতে লোভ নাহি করো
আর,
লিচু রস নাহি যেন করে প্রাণ সংহার।
লিচু তুমি থাকো ঝুলে বাদুড় ঝোলা হয়ে
গাছে,
সাবধানে থেকো সবে প্রাণটুকু যেন
বাঁচে।

নিপাতে নিপাত যাক

শঙ্কর সাহা

তন ছুটেছে মন ছুটছে বাগানপানে,
তৃপ্তিসুখে আম-লিচু বাঙালিরাও খেতে
জানে।
রসাল লিচুর নামে লোকে বলছে
কত--
গাছেগাছে বাদুড়গুলো দেখ জুটছে যত।
রসাল লিচুর টানে মন ছুটে যায়,
ভাইরাস নিপার নাম শুনে যে খুবই ভয়
পায়।
কি জানি কোথা থেকে এল এসব?
নিপাতে আতঙ্কিত সবাই, উঠেছে কত
রব।
ম্লান মুখে লিচুর দিকে থাকি শুধু আমি
চেয়ে,
করুণ মুখটি লিচুর দেখে দুচোখে আসে
জল বেয়ে।

এক প্রাক্তনীর আক্ষেপোক্তি

‘আমাদের সময় মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে লেটার পাওয়া গার্লফ্রেন্ডকে প্রথম চিঠি লেখার মতো কঠিন ছিল...

ট্যারা বাঁকা

এ যুগের কংসরা

হায়রে হায়রে হায় এ কী কাণ্ড!
শেষমেশ খাবার পাতেই দিলি মোদের দণ্ড!
ঝাল নয়, তেতো নয়, দিলি পচা মাংস,
এ কাণ্ডে যে মানবে হার মহাভারতের কংস।
নামে তাদের কত শোভা, হোটেল কি রেস্তরাঁ--
আভিজাত্যেও ফোটে যেন আকাশের শত তারা।
সেখানেও খেতে হল ভাগাড়ের মাংস,
এদের তুমি করবে ক্ষমা? হে পরমহংস!
মানুষের খাবার নিয়ে করে যারা ছেলেখেলা,
চাকচিক্যের মোড়কে পুরে ভিতরে দেয় বিষের দলা।
তোমার ন্যায়চক্র-তে এদের কঠোর শাস্তি চাই,
এদের তুমি করো না ক্ষমা, পায় না যেন নরকেও ঠাঁই।

দুষ্টের দমন প্রার্থনায় **উত্তম কুমার মণ্ডল**

প্যারোডি রানিজির সুখ-দুঃখ

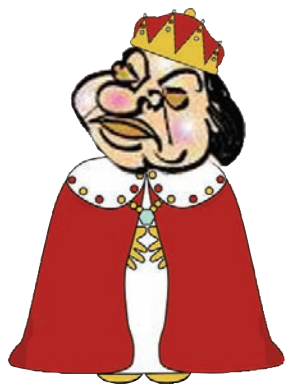

এ দেশে আছেন বটে রানি একজন
সবার মঙ্গল হবে করেছেন পণ।
রাজাটা তো গাঁজাখোর ভুলভাল বকে,
পিছুপানে হেঁটে নাকি যাবে আগেভাগে।
সবাই তটস্থ থাকে রানির প্রতাপে,
উজির নাজির সব ঠকঠকে কাঁপে।
প্রজাদের কষ্ট দেখে রানিজির দুখ,
সকলকে দিতে চান উৎসবের সুখ।
দিনরাত উৎসবে রানি সুখ পান,
গালভরা হাসিমুখে ঝালমুড়ি খান।
রাজা নয় রানিজিই বসেছেন পাটে,
নির্ভয়ে বাঘের ছাল ছাগলেরা চাটে।
ঝাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে কাঁটা দিয়ে নয়,
দেশের মঙ্গল হবেই জেনো নেই সংশয়।

রানি বিত্তান্তে **নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত**

কিঁউ কি

দেশ নিয়ে সন্দেশ

আমাদের দেশে এমন কী রাজ্য আছে যার ইংরেজি করলে হয় ‘মিস্টার সিটি’?
শ্রীনগর

আমাদের দেশে এমন কী রাজ্য আছে যার ইংরেজি করলে হয় ‘রাইজিং সিটি’?
উদয়পুর

আমাদের দেশে এমন কী স্থান আছে যার ইংরেজি করলে হয় ‘ব্রিক সিটি’?
ইটানগর

বাদুড়ে বাদুড়ঝোলা লিচু

চিন দেশের বিজ্ঞানী লাই চি। সৃষ্টি করেছিলেন দুটি ফল। একটি রাম্বুটান, অন্যটি লিচু। বিজ্ঞানীর নামেই রসাল লিচুর নাম। আদি জন্ম চিনে। দুনিয়ায় ফল চাষের প্রথম বইটিও ছাপা হয়েছিল লিচু নিয়ে। সরস, বেজায় উপকারী এমন লিচুর বংশগৌরবে কালি ছিটিয়েছে মুখপোড়া বাদুড় আর নিপা ভাইরাস। লিচু হাতে নিতে গেলেই এখন প্রাণ হাঁকুপাঁকু। এমন পরিস্থিতিতে কেমন আছেন লিচু বাবাজীবন? ৩টি প্রশ্নে জেনে নিন তাঁর সুখ-দুঃখের কথা। শব্দ সংখ্যা সর্বাধিক ১২০। পাঠিয়ে দিন ১৫ জুনের ভিতর--ঘেঁটে-ঘ, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল ghentegha@gmail.com (পিডিএফ ফর্ম্যাটে)